

## যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৩১১

১/ বিবিধ

আরবী

من أصبح وهمه غير الله عز وجل فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم للمسلمين  
فليس منهم  
موضوع

ابن بشران في " الأمالي " ( 7 / 105 / 1 ) و ( 19 / 3 / 2 ) والحاكم ( 4 / 320 ) من  
طريق إسحاق بن بشر، حدثنا مقاتل بن سليمان عن حماد عن إبراهيم عن عبد  
الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود مرفوعا، سكت عليه الحاكم، وقال ابن بشران: هذا  
حديث غريب تفرد به إسحاق بن بشر  
وقال الذهبي في " تلخيص المستدرک " : إسحاق ومقاتل ليسا بثقتين ولا صادقين  
قلت: إسحاق بن بشر أبو حذيفة البخاري كذبه ابن المدني والدارقطني، كما في "  
الميزان " وساق له هذا الحديث ثم قال عقبه: مقاتل أيضا تالف  
قلت: وابن سليمان هذا هو البلخي، قال وكيع: كان كذابا  
والحديث روي من حديث أنس، فقال أبو حامد الحضرمي الثقة في " حديثه " ( 156 /  
2 ) أخبرنا سليمان بن عمر، حدثنا وهب بن راشد عن فرقد السبخي عن أنس مرفوعا،  
ومن هذا الوجه رواه المخلص في " الفوائد المنتقاة " ( 9 / 193 / 2 ) وأبو نعيم ( 3 /  
48 ) وقال: لم يروه عن أنس غير فرقد، ولا عنه إلا وهب بن راشد، ووهب وفرقد غير  
محتج بحديثهما وتفردهما  
قلت: فرقد ضعيف لسوء حفظه، ووهب بن راشد هو الرقي، قال ابن أبي حاتم في "

الجرح والتعديل " (4 / 2 / 27) : سئل أبي عنه، فقال: منكر الحديث، حدث بأحاديث بواطيل، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال

قلت: فالحمل عليه في هذا الحديث، والراوي عنه سليمان بن عمر الرقي ترجمه ابن أبي حاتم (2 / 1 / 131) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. ووثقه ابن حبان (8 / 280) وله طريق أخرى ذكرها السيوطي في " اللآليء المصنوعة " (2 / 316) شاهدا لحديث حذيفة المتقدم من رواية ابن النجار بسنده عن عبد الله بن زبيد الأيامي عن أبان عن أنس مرفوعا، وسكت عنه السيوطي وليس بجيد، فإن عبد الله بن زبيد غير معروف العدالة، ذكره ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (2 / 2 / 62) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ووثقه ابن حبان (7 / 23) ، وشيخه أبان هو ابن أبي عياش كذبه شعبة وغيره، فمثله لا يستشهد به، وله طريق أخرى عن أنس مختصرا بلفظ: من أصبح وأكبر همه الدنيا فليس من الله عز وجل

أخرجه ابن أبي الدنيا في " ذم الدنيا " (6 / 1) عن الحارث بن مسلم الرازي وكانوا يرونه من الأبدال، عن زياد عنه

وهذا سند واه جدا، زياد هذا هو ابن ميمون الثقفي وهو كذاب، ويحتمل أنه النميري وهو ضعيف، انظر الحديث (296) والحارث قال السليماني: فيه نظر، وله شاهد عن علي، أخرجه أبو بكر الشافعي في " مسند موسى بن جعفر الهاشمي (70 / 1) وفيه موسى بن إبراهيم المروزي، كذبه يحيى بن معين

وروى الحديث عن حذيفة وأبي زر وابن مسعود، وتقدمت ألفاظهم قريبا، ومن ألفاظ حديث حذيفة

বাংলা

৩১১। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় সকাল করবে যে, তার চিন্তা-চেতনা হচ্ছে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুকে নিয়ে, সে আল্লাহর নিকট হতে কিছুই পাবে না। আর যে ব্যক্তি মুসলিমদের ব্যাপারে গুরুত্ব দিবে না; সে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাদীসটি জাল।

এটি ইবনু বিশরান “আল-আমলী” গ্রন্থে (৭/১০৫/১), (১৯/৩/২) এবং হাকিম (৪/৩২০) ইসহাক ইবনু বিশর সূত্রে মুকাতিল ইবনু সুলায়মান হতে বর্ণনা করেছেন। এটির ব্যাপারে হাকিম চুপ থেকেছেন। ইবনু বিশরান বলেছেনঃ হাদীসটি গারীব, ইসহাক ইবনু বিশর এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। হাফিয যাহাবী “তালখীসুল মুসতাদরাক” গ্রন্থে বলেছেনঃ ইসহাক এবং মুকাতিল তারা উভয়েই নির্ভরযোগ্য নন, সত্যবাদীও নন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ইসহাক ইবনু বিশর হচ্ছেন আবু হুযাইফা আল-বুখারী। তাকে ইবনুল মাদীনী ও দারাকুতনী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন, যেমনভাবে “আল-মীযান” গ্রন্থে এসেছে। তিনি তার এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেনঃ মুকাতিলও ধ্বংসপ্রাপ্ত।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ মুকাতিল ইবনু সুলায়মান হচ্ছেন বালখী। ওয়াকী’ তার সম্পর্কে বলেনঃ তিনি মিথ্যুক। হাদীসটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর একটির সনদে বর্ণনাকারী ফারকাদ এবং ওয়াহাব ইবনু রাশেদ আর-রাকী রয়েছেন। আবু নু’য়াইম বলেনঃ তারা উভয়েই এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাদের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছিঃ মুখস্থ বিদ্যায় ত্রুটি থাকার কারণে ফারকাদ দুর্বল। ওয়াহাব আর-রাকী সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম “আল-জারহ ওয়াত তা’দীল” গ্রন্থে (৪/২/২৭) বলেনঃ আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস, তিনি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেনঃ তার দ্বারা কোন অবস্থাতেই দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়।

দ্বিতীয় সূত্রটিতে (যেটি “আল-লাআলী” গ্রন্থে (২/৩১৬) সুয়ূতী উল্লেখ করেছেন) আবান ইবনু আবী আইয়াশ রয়েছেন। তাকে শু’বা ও অনরার মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তার হাদীস শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়। এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়েদ নামক এক বর্ণনাকারী আছেন, তিনি আদেল হিসাবে পরিচিত নন।

তৃতীয় সূত্রে যিয়াদ ইবনু মায়মূন আস-সাকাফী রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন মিথ্যুক।

চতুর্থ সূত্রে মূসা ইবনু ইব্রাহীম মারওয়াযী রয়েছেন; তাকে ইয়াহইয়া ইবনু মা’সীন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5570>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন